ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

অবশেষে বিয়ে করলেন তাপসী পানু!

পৃঃ ৫

বেলজিয়ামের বিপক্ষে কেইনকে পাচ্ছে না ইংল্যান্ড

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৮৭ ● কলকাতা ● ১৬ চৈত্র, ১৪৩০ ● শনিবার ● ৩০ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

তৃণমূল সুপ্রিমো ফোন করলেন
বরানগরের তৃণমূল নেতা অঞ্জন পালকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, বরানগরের নেতাদের অনেকেরই নাকি প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা। তাই কাকে উপ নির্বাচনে প্রার্থী করা হবে, তা নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে যে কোনও সময়। তারই মধ্যেয়ই হঠাত গেল মমতার ফোন। খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো ফোন করলেন বরানগরের তৃণমূল নেতা অঞ্জন পালকে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা নিজেই জানিয়েছেন ওই নেতা।উল্লেখ্য, তাপস রায় বিধায়ক পদে ইস্তফা দিয়ে দলবদল করছেন। তারপর থেকেই ফাঁকা রয়েছে এই বরানগর কেন্দ্র। তাই এই কেন্দ্রের উপ নির্বাচন হবে। এদিকে, লোকসভা ভোটে সায়ন্তিকা টিকিট না পাওয়ায় যে অভিমান ছিল, তা মুছে দিতে দল বরানগরে তাঁকে টিকিট দিতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন যে ভাল কাউকেই প্রার্থী করা হবে বরানগরে। জয় নিশ্চিত করতে কী করতে হবে, সেই পরামর্শও দিয়েছেন নেত্রী।

বরানগর বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে সজল ঘোষের নাম ঘোষণা করেছে। তবে তৃণমূল এখনও পর্যন্ত নাম ঘোষণা করেনি। শোনা যাচ্ছে, অভিনেত্রী তথা রাজনীতিক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ওই কেন্দ্র থেকে টিকিট দিতে পারে ঘাসফুল শিবির। তাতেই নাকি আক্ষেপ করছেন এলাকার কোনও কোনও তৃণমূল নেতা। এই পরিস্থিতিতেই বৃহস্পতিবার তৃণমূল নেতা অঞ্জন পালকে ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অঞ্জন পাল জানান, তাঁকে দলকে জেতানোর দায়িত্ব দিয়েছেন মমতা। বলেছেন,

এরপর ৩ পাতায়

সুপারস্টার সিদ্ধান্ত মহাপাত্র

বিজেডি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রাক্তন স্বামী সিদ্ধান্ত মহাপাত্র বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন তৃণমূলের রচনা বন্দ্যোপাধয়ায়। হুগলির তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ পোলবার সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে প্রচার করেন। প্রথমে মহেশপুর গ্রামে হুডখোলা গাড়িতে জনসংযোগ করেন।ওদিকে রচনার প্রাক্তন স্বামী সিদ্ধান্ত মহাপাত্রের বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে হুগলির তৃণমূল প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধয়ায় বলেন, "সবাই বিজেপির হাত ধরছে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত এগিয়ে চলেছে। ওড়িশায় উনি একজন খুব বড় সেলিব্রিটি। আমরা একসঙ্গে যখন কাজ করেছি, উনি দারুণ কাজ করতেন। একজন স্টার। উনিও বুঝতে পেরেছেন দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে গেলে নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরতে হবে। কিন্তু ইনি বুঝতে পারেননি। ভুল করে চলে এসেছেন দিদি নম্বর ওয়ান

এরপর ৩ পাতায়

অভাবের তাড়নায় পড়াশোনা
শেষ করার ভাগ্য হয়নি রেখা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি আন্দোলনের মুখ ছিলেন তিনি। অর্জুন সিং-র পর বাংলায় বিজেপির প্রার্থী তালিকায় সবথেকে বড় চমক নিঃসন্দেহে বসিরহাট আসনে সন্দেশখালির গৃহবধূ। সন্দেশখালির আন্দোলনের প্রতিবাদী মুখ রেখা পাত্রকে এবার বসিরহাট থেকে টিকিট দিয়েছে গেরুয়া শিবির।বাড়ির কাজ করার সময় নেই এখন তার। প্রচার সারতে হবে যে। আর তাই এখন ছোট্ট বাচ্চাদের পাশাপাশি গোটা সংসার, রান্না-বান্না সব কিছুর দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছেন রেখার শাশুড়ি। শাশুড়ি-বউমা বললে ভুল, বলতে হয় মা-মেয়ে। কোনও কোন্দল নেই তাদের মধ্যে। ভোটপ্রচারে ব্যস্ত বউমা যখন নাওয়া-খাওয়া ভুলেছে, তখন তার খেয়াল রাখছেন এই শাশুড়িই। সর্বক্ষণ হাসিমুখে ভোট প্রার্থী বউমাকে সাহস জোগাচ্ছেন রেখার শাশুড়ি। তিনি বলছেন, "বউমা প্রচার দেখুক। আমি তো বাড়িতে আছিই।" যে ছোট্ট বাড়িতে ছয় জনের রাত কাটে, আজ সেখানে শয়ে শয়ে মানুষের ভীড়। প্রধানমন্ত্রীর 'শক্তি স্বরূপা', বসিরহাটের গৃহবধূ প্রার্থী রেখা কী জয় এনে দিতে পারবে পদ্ম শিবিরে? সবটা বলবে সময়। তবে জয়-পরাজয় তো প্রতিযোগিতার অংশ মাত্র। ভোটের ফল যা-ই হোক না কেন তারা যে সর্বদা রেখার পাশেই আছে সেকথাই জানিয়েছে রেখার পরিবার।জানা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে প্রার্থী হিসেবে গৃহবধূ রেখার নাম চূড়ান্ত করেছেন।

সন্দেশখালির গৃহবধূ প্রার্থী রেখা পাত্র এখন রাজ্য-রাজনীতিতে চর্চায় কেন্দ্রবিন্দু।

এরপর ৩ পাতায়

ভয় দেখানো, হেনস্থা করা-

এই সব কংগ্রেসের পুরনো সংস্কৃতি: মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আশঙ্কাপ্রকাশ করে দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়কে চিঠি দিয়েছিলেন গোটা দেশের ৬০০ জন আইনজীবী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়ে গেল রাজনৈতিক তরজা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আইনজীবীদের চিঠি লেখার প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে নিশানা করেছিলেন। তাঁর মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার আইনজীবী হরিশ সালভে, সুপ্রিম কোর্টের বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মনন কুমার মিশ্র-সহ ৬০০ জন আইনজীবী প্রধান বিচারপতিকে চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে, আদালতের সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে

এরপর ৩ পাতায়

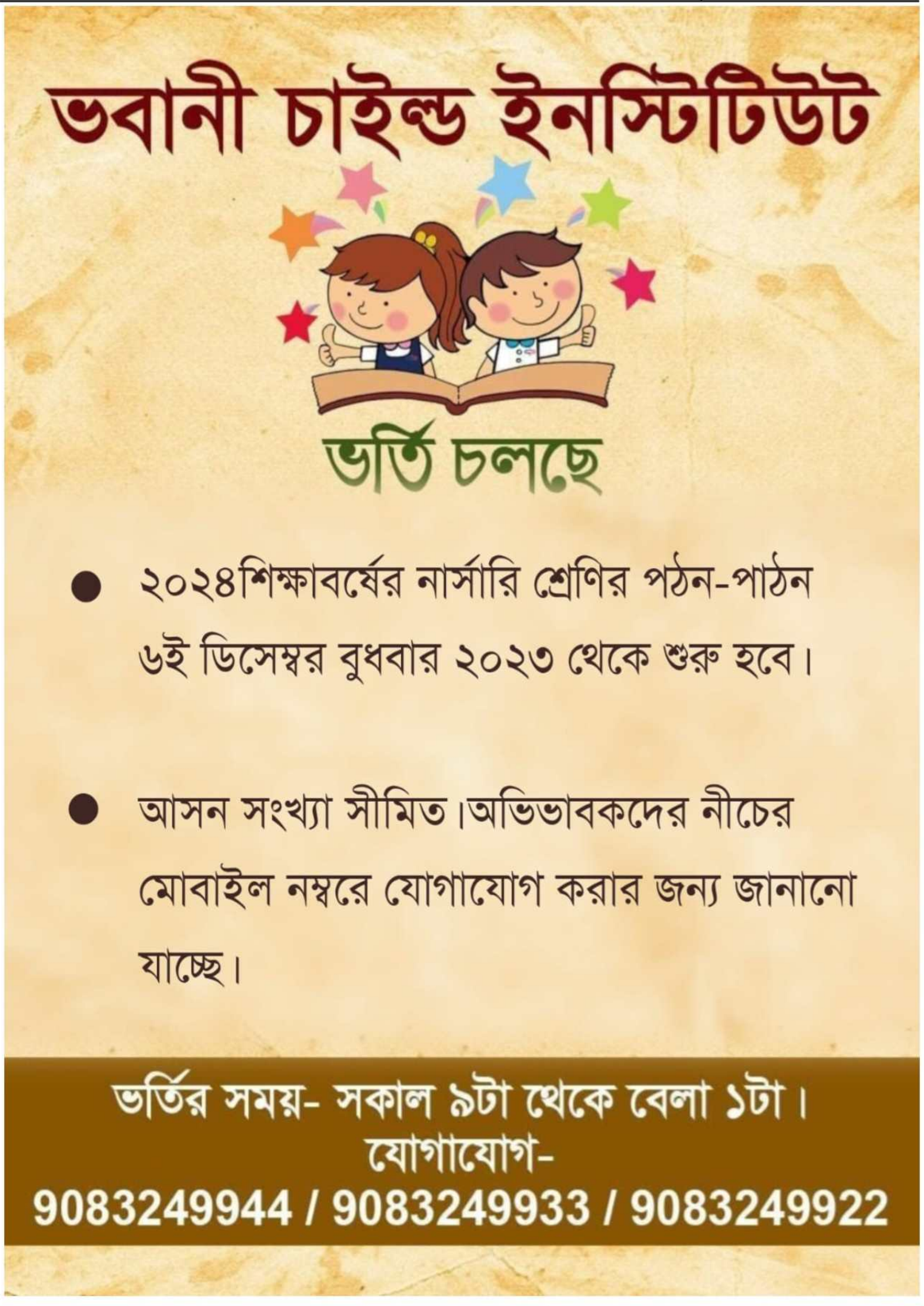

মুখতার আনসারির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে

উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন প্রশ্ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জেলে থাকাকলিন মুখতার আনসারির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন প্রশ্ন। বৃহস্পতিবার গাজিপুরের বান্দা মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যু হয়েছে উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন বিধায়কের। জেল কর্তৃপক্ষের দাবি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তার। অন্যদিকে মুখতারের ছেলের দাবি তার বাবাকে জেলের মধ্যে বিষ দিয়ে মারা হয়েছে। প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণনন্দ রাইয়ের খুনের মামলায় দশ বছরের জেল হয় মুখতারের। গত বছর তার এই সাজা হয়। তারপর পাঞ্জাবের জেল থেকে উত্তরপ্রদেশের জেলে নিয়ে আসা হয়। চলতি বছর ১৩ মার্চ বেআইনি অস্ত্র মামলায় যাবত জীবন কারাদ্বন্ড হয় তার। সূত্রের খবর গত বছর উত্তর প্রদেশের আরও এক গ্যাংস্টার নেতা আতিক আহমেদের পুলিশি হেপাজতে মৃত্যুর পর জেলে জীবন সংশয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করে আদালতের দারস্থ হয়েছিলেন মুখতার। জেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সেই সময় বলা হয়েছিল যে তার নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ওমার আনসারির কথায়, গত দুদিন আগে তিনি যখন তার বাবার সাথে জেলে দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন তাকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। তার অভিযোগ বেশ কয়েকদিন ধরেই উত্তর প্রদেশের এই বাহুবলী নেতাকে শ্লোপয়জন করা হয়েছে। যার জন্য তার মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তারা এই মৃত্যুর তদন্ত দাবি করে আদালতে যাবে। সমাজবাদী পার্টির পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে সিবিআই তদন্তের দাবি করা হয়েছে।

ডায়মন্ড হারবার নিয়ে এখনও আশাবাদী

আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত লোকসভা ভোটে ডায়মন্ড হারবার থেকে প্রায় ৩ লাখ ২১ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি সন্দেশখালির সভা থেকে অভিষেক জানিয়েছিলেন, এবারে তাঁর জয়ের ব্যবধান ৪ লাখ ছাড়িয়ে যাবে।তবে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার ২০ দিন পরেও এ ব্যাপারে আইএসএফ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে না পৌঁছনোয় দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সূত্রের খবর, নওসাদের নাম নিয়ে নেতৃত্বের একাংশের আপত্তি রয়েছে। তাঁরা এ ব্যাপারে নওসাদকে বোঝানোরও চেষ্টা করছেন। তবে গোড়া থেকেই এ ব্যাপারে অনড় নওসাদ। ফলে ডায়মন্ড হারবারে শেষ পর্যন্ত অভিষেক-নওসাদের মুখোমুখি লড়াই হয় কি না, তা নিয়ে কৌতূহল বাড়ছে সব মহল।তবে ডায়মন্ড হারবার নিয়ে এখনও আশাবাদী আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।

নওসাদের কথায়, "আশা করছি দু' একদিনের মধ্যেই ডায়মন্ড হারবারে দল প্রার্থী হিসেবে আমার নাম ঘোষণা করবে। সেক্ষেত্রে দল ভোটে লড়ার অনুমতি দিলে অভিষেককে ওখানে আমি প্রাক্তন করে দেব।"

কোন অঙ্কে প্রাক্তন করবেন, সেটা অনেক আগেই প্রকাশ্য সভা থেকে জানিয়ে দিয়েছিলেন নওসাদ। দলের এক প্রকাশ্য সভা থেকে কর্মীদের উদ্দেশে আইএসএফ বিধায়কের পরামর্শ ছিল, "দল আমাকে প্রার্থী করলে আমার মিছিলে হাঁটার দরকার নেই। তাতে টার্গেট হয়ে যাবেন। তাই বেশি করে তৃণমূলের মিছিলে হাঁটুন, ওদের সঙ্গেই থাকুন, শুধু ভোটকেন্দ্রে ঢোকার পর ভোটটা আমাকে দিলেই হবে!" এদিন সেই সঙ্গে নওসাদের সংযোজন, "বাকিটা প্রার্থী হই, তারপর কর্মীদের বলব!"একুশের বিধানসভা ভোটে বাম-কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়েই লড়েছিল আইএসএফ। সেই সূত্রে ভাঙড়ে জয় আইএসএফের। এবারে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জোটের কথা ঘোষণা না হলেও ডায়মন্ড হারবারে আইএসএফ প্রার্থী দিলে তাদের যে আপত্তি নেই, তা আগেই জানিয়ে রেখেছে সিপিএম। আসন সমাঝতার কথা মাথায় রেখে ওই আসনে প্রার্থী দেয়নি কংগ্রেসও। সেক্ষেত্রে আইএসএফ নওসাদকে প্রার্থী করলে বাম-কংগ্রেসের ভোটও তাঁর ঝুলিতে যেতে পারে। নওসাদের আশা, তৃণমূল এবং বিজেপির একটা অংশের ভোটও তিনি পাবেন।

মুকুলের বাড়িতে অর্জুন সিং

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য রাজনীতি থেকে তিনি এখন অনেক দূরে। তবু ভোট আসতেই সেই 'চানক্য'কেউ স্মরণ করছে সব দল। খাতায়-কলমে এখনও বিধায়ক মুকুল রায়। তবে অসুস্থতার জেরে কার্যত বাড়ি থেকেই বেরতে পারেন না তিনি। লোকসভা নির্বাচনের আগে তাঁরই বাড়িতে হাজির হলেন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং।কিছুদিন আগেই তৃণমূলের ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী পার্থ ভৌমিক গিয়েছিলেন মুকুল রায়ের কাছে। মুকুলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অর্জুন সিং বলেন, "আশীর্বাদ নিয়ে যাত্রা শুরু করছি। আমরা মুকুল রায়ের প্রোডাক্ট। অনেক কাজ করেছি ওঁর সঙ্গে। তাই আশীর্বাদ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল।" অর্জুন আরও বলেন, শুভ্রাংশু আমার ছেলের মতো। দলের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক আমি মেশাই না। কিছুদিন আগেই দীর্ঘ দিনের বাম সাংসদ তড়িত তোপদারের বাড়িতে গিয়েছিলেন বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিং। তবে কোনও ক্ষেত্রেই কোনও রাজনৈতিক সমীকরণ নেই বলে মন্তব্য করেছেন অর্জুন সিং।শুক্রবার সকালে ফুলের তোড়া নিয়ে মুকুল রায়ের বাড়িতে হাজির হন তিনি। তবে অর্জুনই প্রথম নন। তাঁর আগে মুকুলের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন ওই কেন্দ্রেরই তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক।

সদ্য প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে অর্জুন সিং-এর নাম। শুক্রবার ফুলের তোড়া দিয়ে মুকুল রায়কে সম্বর্ধনা জানিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করেন অর্জুন সিং। সেই ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে ইতিমধ্যেই। পরে অর্জুন সিং বলেন, মুকুল রায় এক সময় রাজনৈতিক অভিভাবক ছিলেন। ওঁর হাত ধরে রাজনীতি শিখেছি। আজ ওঁর কাছে এসে আশীর্বাদ নিলাম। মুকুল দা আশীর্বাদ করে ভোটে জেতার কথা বলেছেন।

চেতলার ব্যবসায়ীর অফিস থেকে

আয়কর হানায় উদ্ধার ৫৮ লাখ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সক্রিয় আয়কর দফতর। চেতলায় ব্যবসায়ীর অফিস থেকে বাজেয়াপ্ত ৫৮ লক্ষ টাকা। ছাতু প্রস্তুতকারী সংস্থার মালিকের অফিসে ২ দিন ধরে আয়কর তল্লাশি চলে। ভোটের মুখে কেন এতো টাকা অফিসে রাখা? সূত্রের খবর, আয়কর আধিকারিকদের এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি ব্যবসায়ী।

জানা গিয়েছে এসওপি মেনে টাকা উদ্ধারের কথা জানানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে।

গত ২৭ তারিখ রাতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে আয়কর দফতর। কর ফাঁকি দেওয়া হয়েছে এই অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। তবে সূত্রের খবর, ৫৬ লক্ষ টাকা কেন অফিসে রাখা হয়েছে তা জানতে এবার এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের আয়কর দফতরে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বেশ কিছু নথি। একই সঙ্গে নির্মাণ সংস্থার অফিসেও তল্লাশি চালানো হয়েছে।

ভোটের মুখে শহরে উড়ছে টাকা, চেতলার ব্যবসায়ীর অফিস থেকে আয়কর হানায় উদ্ধার ৫৮ লাখ

তবে এই টাকার উতস কী, কী উদ্দেশ্যে তা সংস্থার অফিসে রাখা হয়েছিল, কী ভাবে তা কাজে লাগানো হত, সবটাই খতিয়ে দেখছেন আয়কর আধিকারিকরা। ভোটের মুখে এত বিপুল অঙ্কের টাকা উদ্ধার হওয়ায় সেটিকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সপ্তাহ দুয়েক আগে খাস কলকাতার বুকে এরকম বিপুল অঙ্কের টাকা উদ্ধার হয়েছিল।

শাহজাহানকে হেফাজতে চেয়ে

আদালতে আবেদন জানানোর প্রস্তুতি শুরু করেছে ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালিতে ইডি অফিসারদের মারধরের ঘটনায় শেখ শাহজাহানকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছিল সিবিআই। বৃহস্পতিবার সেই হেফাজতের মেয়াদ শেষে সন্দেশখালির 'ডন'কে ১২ দিনের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত।সূত্রের খবর, ওই বিপুল সম্পত্তিরই সূত্র ধরেই শাহজাহানের বিরুদ্ধে আমদানি-রফতানি সংক্রান্ত মামলা আগেই রুজু করেছে ইডি। ইডির নজরে রয়েছে শাহজাহানের নামাঙ্কিত মার্কেট এবং ধামাখালির একটি মাছ বাজারও। মাছের ব্যবসা থেকে শাহজাহান কীভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছেন, সেটাও খতিয়ে দেখছেন ইডি কর্তারা। সেই সূত্রেই এবার শাহজাহানকে হেফাজতে নিয়ে চায় ইডি।

সূত্রের খবর, ওই মামলার সূত্রেই শাহজাহানকে হেফজতে নিতে চেয়ে শনিবার বা সোমবার বিশেষ আদালতে আবেদন জানাতে চলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।সূত্রের খবর, জেলে গিয়েও স্বস্তিতে নেই সন্দেশখালির 'বাঘ'। শাহজাহানকে হেফাজতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানানোর প্রস্তুতি শুরু করেছে ইডি।

গত ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতির তদন্তে শাহজাহানকে জেরা করতে গিয়ে সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় মারমুখী জনতার হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ইডি কর্তারা। আদালতের নির্দেশে, ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশি হেফাজত থেকে শাহজাহানকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছিল সিবিআই। এরপরই তদন্তে নেমে শাহজাহানের দুটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেন তদন্তকারীরা। সামনে আসে শাহজাহানের বিপুল সম্পত্তিও। এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৩ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে

উত্তেজনা ছড়ালো সন্দেশখালিতে

সন্দেশখালি: নিউজ সারাদিন : পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো সন্দেশখালিতে। বসিরহাট লোকসভার সন্দেশখালি থানার বেড়মজুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শুক্রবার সকালে আইএসএএফ কর্মী-সমর্থকরা রাস্তার পাশে ল্যাম্পপোস্ট ও একাধিক দোকানে পতাকা লাগাচ্ছিল। অভিযোগ সেই সময় স্থানীয় এক দুষ্কৃতী শাহজাহান মোল্লা ও তার দলবল নিয়ে হামলা চালায় আইএসএফ ওই কর্মী সমর্থকদের উপর বলে অভিযোগ। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলামের সমর্থনে শুক্রবার সন্দেশখালি এলাকার বেশ কিছু প্রতিবাদী মহিলাদের নিয়ে সন্দেশখালি এলাকায় কর্মী সভা করলেন সন্দেশখালীর বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। এদিন তিনি প্রথমে এলাকার বেশ কিছু তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সন্দেশখালির ঘাট থেকে সন্দেশখালি পর্যন্ত একটি মিছিল বের হয়। মিছিলের শেষে সন্দেশখালি এলাকার এক তৃণমূল কর্মীর বাড়ির উঠানে এলাকার বেশ কিছু প্রতিবাদী মহিলা ও বেশ কিছু তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে কর্মী সভা করেন তিনি। দুপক্ষের মধ্যে চলে সংঘর্ষ। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আইএসএফ কর্মী আক্রান্ত হন। তাদের উদ্ধার করে সরবেড়িয়া প্রাথমিক চিকিতসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ওই এলাকায়। পাশাপাশি বেড়মজুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতেরই মাদ্রাসা বুথ এলাকায় সিপিএম কর্মী হাকাম মোল্লাকেও পতাকা লাগানোর অপরাধে বেধড়ক মারধর করে ওই শাহাজান মোল্লাই।

জানা গিয়েছে, বেড়মজুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান এই শাহজাহান মোল্লা তার সাগরেদদের নিয়ে এসে আইএসএফ ও সিপিএমের কর্মী সমর্থকদের দুই পৃথক জায়গায় মারধর করে। সিপিএম কর্মী আহত হওয়ার ঘটনায় রাস্তায় বেরিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় মহিলারা। এদিকে, সন্দেশখালির প্রতিবাদী মহিলাদের নিয়ে নির্বাচনী সংক্রান্ত বিষয়কে সামনে রেখে কর্মী সভা করলেন সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো।

আগামী দুদিনে আরও ৩ ডিগ্রি বাড়বে তাপমাত্রা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্যালেন্ডার বলছে চৈত্র। অথচ তাপমাত্রার পারদ যেন বৈশাখের মতো। চৈত্রেই তাপমাত্রার পারদ প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, রবিবারের মধ্যেই পশ্চিমের জেলা বাঁকুড়া, পুরুলিয়াতে ৪০ ডিগ্রি ছুঁতে পারে পারদ। তাপমাত্রা বাড়বে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও। তবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে। রবিবার

এরপর ৩ পাতায়

দলের অন্দরে বিক্ষোভের আগুন

যে জ্বলছে, তা অজানা ছিল না বিজেপি নেতৃত্বেরও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণারও আগে বিজেপি তাঁদের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছিল। সেটা ছিল ২ মার্চ। সেই তালিকায় নাম ছিল বাংলার আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীরও। কিন্তু সেই প্রার্থী নিজেই জানিয়ে দেয়, আসানসোল থেকে ভোটে লড়াই করবেন না তিনি।দলের অন্দরে বিক্ষোভের আগুন যে জ্বলছে, তা অজানা ছিল না বিজেপি নেতৃত্বেরও। স্বপন মজুমদারকে যাতে প্রার্থী করা না হয়, তার জন্য বারাসত জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে একাধিক অভিযোগও জমা পড়েছিল। তবুও শেষ হাসি হেসেছেন স্বপনবাবু। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, বাইরে থেকে লোক এনে প্রচার করা যায় ঠিকই কিন্তু ভোট পাওয়া যায় না। এখন স্বপনকে ঘিরে বারাসত লোকসভা কেন্দ্রে

এরপর ৩ পাতায়

দু'টি আসনে প্রার্থীদের নাম
ঘোষণা করলেন চেয়ারম্যান বিমান বসু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২১টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল রাজ্য বামফ্রন্ট। শুক্রবার ফ্রন্টের বৈঠক শেষে আরও দু'টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করলেন চেয়ারম্যান বিমান বসু। সেই তালিকায় রয়েছে হুগলির আরামবাগ এবং ঝাড়গ্রাম আসন। আরামবাগে প্রার্থী করা হয়েছে বিপ্লবকুমার মৈত্রকে। তিনি খানাকুলের প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক বংশীবদন মৈত্রের বড় ছেলে।শুধু কংগ্রেস নয়। বাম শরিকদের মধ্যেও একাধিক আসন নিয়ে টানাপড়েন রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম পুরুলিয়া। যেখানে কংগ্রেস ইতিমধ্যেই নেপাল মাহাতোকে প্রার্থী করেছে। এই আসনে লড়ার বিষয়ে অনড় ফরওয়ার্ড ব্লক। বিমান শুক্রবার দাবি করেছেন, রবিবারের মধ্যে বামেদের যে জট রয়েছে তা কাটিয়ে তোলা সম্ভব হবে।

বিমান শুক্রবার আরও বলেন, "বোঝাপড়া করতে হয়তো সময় লাগছে। কিন্তু সাত দফার ভোট আমাদের কাছে সময় নিয়ে সবটা করার সুযোগ করে দিয়েছে।" পাহাড়ের হামরো পার্টি এবং তাঁদের নেতা অজয় এডওয়ার্ডের ভূমিকারও প্রশংসা করেছেন ফ্রন্ট নেতারা। শুক্রবারও নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পর সাংবাদিক বৈঠক শুরু করেন বিমানেরা। তার পর দেখা যায় মাত্র দু'টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হয়েছে। তবে জট যে রয়েছে, তা যে এখনও পুরোটা কাটেনি, তা মেনে নিয়েছেন বিমান, সেলিমেরা। কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা করেই লোকসভা ভোটের দিকে এগোচ্ছে বামেরা। তবে এর মধ্যে কংগ্রেস কোচবিহার আসনে প্রার্থী দিয়েছে। যেখানে তার আগেই প্রার্থী দিয়েছিল বামেরা। বাম শরিকদের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক সেখানে লড়ছে। শুক্রবার কোচবিহার নিয়ে কংগ্রেসকে বার্তা দিয়েছেন বিমান। তিনি বলেন, "একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করব, তা হবে না। কংগ্রেসের কাছে আবেদন করব, আপানারা কোচবিহার নিয়ে ভাবুন।" কোচবিহারে প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ। সেখানে শনিবার মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। তার আগে বিমানের এই বার্তা তাতপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন অনেকে।শুক্রবার বামেরা যে দু'জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে, তাঁরা দু'জনেই নতুন। এর আগে কংগ্রেস কোচবিহার ছাড়া আরও আটটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল। সেই তালিকায় অবশ্য বামেদের সঙ্গে কোনও সংঘাত তৈরি হয়নি। বিমান কংগ্রেসের উদ্দেশে বলেন, "তৃণমূল এবং বিজেপি বিরোধী শক্তিকে এক জায়গায় আনতে, বৃহত্তর মঞ্চ তৈরি করতে সবাইকেই সহিষ্ণু এবং ধৈর্যশীল হতে হবে।"

শুধু কংগ্রেস নয়। বাম শরিকদের মধ্যেও একাধিক আসন নিয়ে টানাপড়েন রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম পুরুলিয়া। যেখানে কংগ্রেস ইতিমধ্যেই নেপাল মাহাতোকে প্রার্থী করেছে। এই আসনে লড়ার বিষয়ে অনড় ফরওয়ার্ড ব্লক। বিমান শুক্রবার দাবি করেছেন, রবিবারের মধ্যে বামেদের যে জট রয়েছে তা কাটিয়ে তোলা সম্ভব হবে।

১-ম পাতার পর

অভাবের তাড়নায় পড়াশোনা শেষ করার ভাগ্য হয়নি রেখা

তবে রাজনীতির ময়দানে রেখা হেভিওয়েট হলেও বাস্তব জীবনে তার লেশ মাত্র নেই। খড়ের ছাউনি দেওয়া ছোট্ট একটা মাটির বাড়ি। সেখানেই রাত কাটে রেখার। স্বামী সন্দীপ পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। স্বামী, তিন সন্তান ও শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে রেখার সোনার সংসার।

খুব অল্প বয়সে বিয়ে রেখার। অভাবের তাড়নায় পড়াশোনা শেষ করার ভাগ্য হয়নি। নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান রেখার বিয়ের পরের জীবনও আর্থিক টানাটানিতেই কাটছে তার। স্বামী সামান্য পয়সা রোজগারের টানে এরাজ্য থেকে ওরাজ্যে ঘুরে বেড়ান। সেই স্বল্প উপার্জন দিয়েই সংসার চালান রেখা।

তিন তিনটি মেয়ের মা রেখা। বড় মেয়ে সুষমা ১২ বছর। মেজ মেয়ে করবীর বয়স ৭। ছোট মেয়েটির বয়স তিন। খুবই সাদামাটা থাকেন রেখা। জমকালো পোশাকে তার 'না'। পরনে সুতির ছাপা শাড়ি, হাতে শাঁখা-পলা। কপালে ছোট্ট সিঁদুরের টিপ। এই তার সাজ।

১-ম পাতার পর

সুপারস্টার সিদ্ধান্ত মহাপাত্র বিজেডি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন

থেকে। ওনাকে পস্তাতে হবে পরে। যে না জেনে কোন দলে এলাম! আসতে যদি হত তাহলে নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরতে হত। আমি জানি, আজ না হয় কাল তাঁকে আসতেই হবে এই দলে।"এরপর আমদাবাদ গ্রামে কালীমন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। শংকরবাটি জারংরা এ্যারেঙ্গা হয়ে দোগাছিয়া পর্যন্ত চলে তাঁর প্রচার। পথে সাধারণ মানুষ তাঁকে দেখার জন্য ভিড় করেন। কখনও হাত মিলিয়ে, কখনও হাত জোর করে শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন তৃণমূলের তারকা প্রার্থী।

এখন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ে প্রাক্তন স্বামী ওড়িয়া সিনেমার এক সময়ের সুপারস্টার সিদ্ধান্ত মহাপাত্র বিজেডি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, তিনি বিজেপি প্রার্থী হতে পারেন। এই খবর শুনে রচনা বলেন, আমার অনেক শুভেচ্ছা তাঁকে। তিনি নিজে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছেন। আর তাঁর প্রাক্তন স্বামী সেই বিজেপিতেই যোগ দেওয়ায় রচনা আরও বলেন, আমি দিদির সঙ্গে আছি। দিদির পাশে আছি। পশ্চিমবঙ্গের যাতে উন্নতি হয়, আমি তার জন্য লড়াই করছি। এখন আমি হুগলিবাসীর কথা বলব। এখন আমি হুগলিতে এসেছি। তাই হুগলির কথাই বলব। হুগলির উন্নয়ন করব। তারপর কে কোথায় যাচ্ছে, কে কোথায় যোগদান করছে, কে কী বলে বেড়াচ্ছে, এত ভাবার আর বলার সময় আমার নেই।

১-ম পাতার পর

তৃণমূল সুপ্রিমো ফোন করলেন বরানগরের তৃণমূল নেতা অঞ্জন পালকে

'তুই একজন ভাল সংগঠক। তোর পপুলারিটি অনেক। তের সেই পপুলারিটিটা কাজে লাগিয়ে দলকে জেতাতে হবে। তোর ওপর দায়িত্ব দিলাম। আমার পাঠানো প্রার্থীকে জয়ী করতে হবে।' তৃণমূল নেতা অঞ্জন পালের দাবি, প্রার্থী না হতে পারার কোনও দুঃখ নেই তাঁর। তিনি বলেন, "কোনও কোনও সহকর্মী আমি প্রার্থী না হওয়ায় হয়তো দুঃখ পাচ্ছেন। কিন্তু আমার কোনও দুঃখ নেই। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রীর নির্দেশ মতো আমরা কাজ করে যাব।"

১-ম পাতার পর

ভয় দেখানো, হেনস্থা করা- এই সব কংগ্রেসের পুরনো সংস্কৃতি: মোদী

ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে দেশের বিচার বিভাগের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, যে সমস্ত মামলায় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত, সেই সব মামলাতেই এই ধরনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের কাজের ফলে আদালতের গরিমা এবং আইনের শাসনের ধারণা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেও দাবি করা হয়েছে ওই চিঠিতে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনটি প্রশ্ন তুলে ধরেন তিনি।

প্রধান বিচারপতিকে লেখা চিঠিতে ভারতের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করেছিলেন আইনজীবীরা। সেই চিঠি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কংগ্রেসকে টেনে এনেছিলেন মোদী। তিনি বলেন, 'ভয় দেখানো, হেনস্থা করা এই সব কংগ্রেসের পুরনো সংস্কৃতি।'' এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলের পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "পাঁচ দশক আগে তারা (কংগ্রেস) নিজেরাই একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিচার বিভাগের দাবি জানিয়েছিল। সেই তারাই এখন নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে নির্লজ্জ ভাবে অন্যদের থেকে প্রতিশ্রুতি দাবি করছে।" মোদী আরও লেখেন, "দেশের জন্য তারা (কংগ্রেস) কোনও প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি। ১৪০ কোটির দেশ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে।'' প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রতিক্রিয়া দেয় কংগ্রেস। মোদীর উদ্দেশে তিনটি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি। এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, "আপনি যে হেতু ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলিকে আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করেন, তাই আমার আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন আছে।"

২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্টের চার বিচারপতির একটি সাংবাদিক সম্মেলনকে নিয়েই প্রথম প্রশ্নটি করেন খড়গে। সেই সময় ততকালীন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন বিচারপতিরা। সেই প্রসঙ্গ টেনে খড়গে প্রশ্ন করেন, "কেন আপনার সরকার ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিকে রাজ্যসভায় মনোনীত করেছিলেন?" উল্লেখ্য, ২০২০ সালে ততকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সুপারিশে ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিল মোদী সরকার।

কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়কে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিট দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন করেন কংগ্রেস সভাপতি। সেই সঙ্গে বিচারপতি নিয়োগ সংক্রান্ত কমিশন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন খড়্গে। তাঁর কথায়, "কেন সুপ্রিম কোর্টের বাতিল করা কমিশনকে কেন্দ্র সরকার আবার আনল?"

২ পাতার পর

আগামী দুদিনে আরও ৩ ডিগ্রি বাড়বে তাপমাত্রা

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামী ২৪ ঘন্টায় ভিজতে পারে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং পূর্ব মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতেও। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। শনি ও রবিবার উত্তরবঙ্গেও রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভিজতে পারে মালদহ, দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার।বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তাতে তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না বলেই মনে করছে না হাওয়া অফিস।

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী দুদিনে আরও ৩ ডিগ্রি বাড়বে তাপমাত্রা। আরও বাড়বে কলকাতার তাপমাত্রা। রবিবারের মধ্যে তাপমাত্রার পারদ পৌঁছতে পারে ৩৬ ডিগ্রির কাছাকাছি। পশ্চিমের জেলা বাঁকুড়া, পুরুলিয়াতে ৪০ ডিগ্রি ছুঁতে পারে পারদ। তাপমাত্রা বাড়বে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও। জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় গরমের সঙ্গে অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে।

২ পাতার পর

দলের অন্দরে বিক্ষোভের আগুন যে জ্বলছে, তা অজানা ছিল না বিজেপি নেতৃত্বেরও

বিজেপির অন্দরে ক্ষোভ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে প্রচার কার্যত থেমে গিয়েছে বললেই চলে। বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলার কোনও নেতাই স্বপনের হয়ে প্রচারে নামতে চাইছেন না। কোনও কর্মী প্রচারে অংশ নিচ্ছেন না। এই অবস্থায় বারাসত আর আসানসোল মিলেমিশে কার্যত একাকার হয়ে গিয়েছে। দুই আসনেই বিজেপির প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও সেখানে প্রচারই শুরু করতে পারছে না পদ্মশিবির। এরাই নাকি এবার বাংলা থেকে ২৫টা আসন দখল করতে চলেছে। এমন দাবি সব গোদি মিডিয়ার।তারপর প্রায় ১ মাস কাবার হতে চলেছে অথচ এখনও আসানসোল কেন্দ্রের জন্য বিজেপি অপর কোনও প্রার্থীর নামই ঘোষণা করে উঠতে পারেনি। এমনকি শুরু করতে পারেনি কোনও প্রচারও। এবার একই হাল হতে চলেছে কলকাতার কান ঘেঁষে থাকা বারাসত কেন্দ্রেরও। কেননা এই কেন্দ্রেরও প্রার্থীর নাম জানিয়ে দিয়েছে বিজেপি। কিন্তু এখন তাঁর বিরুদ্ধেই মাদক পাচারের অভিযোগ, ১০ বছরের কারাদন্ডের অভিযোগ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই সব প্রশ্ন বিরোধীরা আগেই তুলেছিল। কিন্তু এবার বিজেপিকে বিপাকে ফেলে দিয়েছে বারাসত লোকসভা কেন্দ্রেরই বিজেপি কর্মীরা, যারা সেই প্রার্থীর বিরুদ্ধে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন।

বারাসতে বিজেপির তরফে প্রার্থী হয়েছেন বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধীদের অভিযোগ, তিনি ২০১৭ সালে মাদক পাচারের অভিযোগে অসম পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন এবং আদালত তাঁকে ১০ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করে। পরে অবশ্য তিনি উচ্চতর আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় বিধানসভা ভোটে লড়েন। এবার লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে বারাসত কেন্দ্রে প্রার্থী করার পর থেকেই ঘরে ও বাইরে ড্রাগ পাচার ও স্বপনের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে জলঘোলা হয়েই চলেছে। বিরোধীরা আগেই সেটা শুরু করেছিল, তবে পদ্ম শিবিরের এবার অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়েছে দলের কিছু কর্মী। তাঁরা স্বপনের বিরুদ্ধে পোস্টার দেওয়ার পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি দিয়েছে, স্বপনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতে। তবে পদ্ম শিবিরের উদ্বেগ অন্য জায়গায়। বারাসতে বিজেপির সাংগঠনিক জেলার নেতারা দলের রাজ্যস্তরের নেতাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'বহিরাগত' প্রার্থী হলে ভোটে তাঁরা থাকছেন না। এখন সেই আশঙ্কাই কার্যত সত্যি হতে চলেছে।

চাকরি ছেড়ে লোকসভা নির্বাচনে, কমিশনের নজরে বকেয়া বিল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একাধিক বিধি স্থির করে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এ বার সরকারি চাকরি ছেড়ে যাঁরা ভোটে লড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, সরকারের কাছে তাঁদের বকেয়া সংক্রান্ত বিষয়গুলি ভাল করে খতিয়ে দেখার নির্দেশ জেলা প্রশাসনগুলিকে দিয়েছে কমিশন।কমিশন যে বার্তা পাঠিয়েছে, তাতে সরকারের থেকে শুধু ঋণই নয়, বরং বাড়ি ভাড়া, বিদ্যুত-জল-ফোনের বিল, আয়কর, পুরসভা বা সম্পত্তি কর এবং সরকারের কাছে বকেয়া অন্য কিছু রয়েছে, কি না তা-ও খতিয়ে দেখতে হবে জেলাশাসক এবং জেলার নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা অন্য অফিসারদের। ভোট বিশ্লেষকদের অনেকে মনে করছেন, ভোটের খরচ-খরচা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষকেরাও প্রয়োজন হলে বিষয়টির উপর নজর রাখতে পারেন।

প্রসঙ্গত, প্রার্থীদের বিষয়ে জানার সুযোগ এ বার ভোটারদের কাছেও পৌঁছে দিয়েছে কমিশন। 'নো ইয়োর ক্যান্ডিডেট' বা প্রার্থীর পরিচয় সংক্রান্ত অ্যাপের মাধ্যমে যে কোনও ভোটার তাঁর নিজস্ব লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থীর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জানতে পারবেন। প্রার্থীর অপরাধ তথ্য থেকে থাকলে জানা যাবে তা-ও। কিছুদিন আগেই আইপিএস-এর চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়েছেন প্রসূণ বন্দ্যোপাধ্যায়।তাঁকে প্রার্থীও করেছে শাসক দল তৃণমূল। স্বেচ্ছাবসর প্রক্রিয়া দ্রুততম গতিতে সেরে প্রসূণকে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছিল নবান্ন। আরও এক জন আইপিএস চাকরি ছাড়ার আর্জি জানান সরকারের কাছে। লোকসভা ভোটে তাঁরও প্রার্থী হওয়া নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সেই দিক থেকে কমিশনের এই নির্দেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রথম দফা নির্বাচনের সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকার সম্ভাবনা প্রবল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রথম থেকেই উচ্চগ্রামে বাংলাকে হেয় করার প্রচেষ্টা। এখানে নাকি ভোটই হয় না। মানুষ নাকি ঘরে থেকে ভোটের দিন বার হতেই পারে না। আর তাই লোকসভা ভোট গোটা দেশের সঙ্গে বাংলাতে হচ্ছে ৭ দফায়। সেই সঙ্গে বাংলায় পাঠানো হচ্ছে ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।প্রথম দফার ৩ লোকসভা কেন্দ্রের এখনও পর্যন্ত ৪০ শতাংশ এলাকা স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত। ফলে সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনি দেওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে ওয়েব কাস্টিং, ভিডিও রেকর্ডিং ও সিসিটিভির নজরদারি রাখা হবে বলেই নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। আর এখানেই প্রশ্ন, যদি ৩টি লোকসভা কেন্দ্রের সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী না দিয়েও ভোট করানো সম্ভব বলে কমিশন মনে করে তাহলে বাংলাতে কেন ৯২০ কোম্পানি বাহিনী পাঠানোর কথা বলা হয়েছিল? নাকি বুথে কেন্দ্রীয়

এরপর ৪ পাতায়

হিলির শ্রীকৃষ্ণপুর বুথটি
কাঁটাতারের ওপারে

বালুরঘাট: নিউজ সারাদিন : গণতন্ত্রের উৎসবের হাজার রং মশাল। হু হু করে বয়ে চলে দেশের হাওয়া। পত পত করে ওড়ে পতাকা। আসে প্রত্যেক এলাকায় উন্নয়নের জোয়ার আনার বার্তা। শুরু হয় নেতাদের ঘন ঘন চোঙ ফোকা। শব্দ ছাড়া এই সবের প্রায় কোনও কিছুই পৌঁছয় না হিলির ব্লকের অন্তর্গত কাঁটাতারের ওপারে থাকা শ্রীকৃষ্ণপুরে।হিলির বিডিও তথা ব্লক রিটার্নিং অফিসার চিরঞ্জিৎ সরকার বলেন, "ভোটার তালিকা আপডেট হচ্ছে। হিলির শ্রীকৃষ্ণপুর বুথটি কাঁটাতারের ওপারে। ওই বুথে ভোট দেবেন এপারের কয়েকটি এলাকার নাগরিকরাও। স্বাভাবিকভাবেই বিএসএফ গেটে তাঁদের নির্দিষ্ট পরিচয়পত্র লাগবে। তবে কোনও ভোটার অহেতুক হয়রানির শিকার না হন সেই দিকে আমাদের নজরে থাকছে। এনিয়ে বিএসএফের সঙ্গে বৈঠকও করা হয়েছে।" বছর কয়েক আগেও এখানে ছিল না কোনও শিক্ষাঙ্গন। ছিল না বিদ্যুৎ সংযোগ। এখন পরিস্থিতির কিছুটা বদল হয়েছে। তৈরি হয়েছে স্কুল।এসেছে বিদ্যুৎ। তবে ওঁরা রাষ্ট্রনেতা বাছেন কাঁটাতারের ওপার থেকেই।এখানকার বাসিন্দারা দেশের নাগরিক হয়েও থাকেন কাঁটাতারের ওপারে। আবার কিছু ভোটার বন্দুকের নজরদারি, কড়া চোখের চাহনি, শক্ত চোয়ালের হাজার প্রশ্ন এড়িয়ে ওপারে যান প্রধানমন্ত্রী বাছতে।দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলিতে আছে ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত। বুথ রয়েছে ৮৪টি। এর মধ্যে ধলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৩টি বুথের মধ্যে একটি বুথ শ্রীকৃষ্ণপুর। এটিই জেলার একমাত্র বুথ যা রয়েছে কাঁটাতারের ওপারে। এখানে ভোটারের সংখ্যা এগারোশোর কাছাকাছি। ওপারের নাগরিকদের পাশাপাশি ওই বুথেই ভোটদান করেন ভারতের মূল ভূখন্ডে থাকা সীমান্তবর্তী গ্রামের মানুষরা। তবে সীমান্ত গেটে বিএসএফের সহযোগিতা নিয়ে বড় প্রশ্ন থেকে যায় প্রতি বার। ওই বুথের ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোটদানের জন্য এবার আগে থেকেই প্রস্তুত জেলা নির্বাচন দপ্তর। বেশ কয়েক দফায় বৈঠকও হয়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে। যে কোনও অপপ্রচার এড়িয়ে ভোটারদের ভোটদানে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ওই বুথে ১০০ শতাংশ ভোটদান করানোই এখন মূল লক্ষ্য জেলা প্রশাসনের।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৮৭ সংখ্যা ৩০ মার্চ, ২০২৪ শনিবার ১৬ চৈত্র, ১৪৩০

৩ পাতার পর

প্রথম দফা নির্বাচনের সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকার সম্ভাবনা প্রবল

বাহিনী মোতায়েন না করে বিজেপিকে ভোট লুঠের ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে? উনিসঘের ভোটে এই ৩ কেন্দ্রই বিজেপির দখলে গিয়েছিল। কিন্তু এবার পরিস্থিতি তাঁদের বিরুদ্ধে। ৩টি আসনের মধ্যে অন্তত ২টি আসনে তাঁদের হারের সম্ভাবনা রয়েছে। আর তাই বিজেপির ভোটলুটেরা যাতে বুথ দখল করে অবাধে ছাপ্পা দিতে পারে তার জন্য আগে থেকেই কী ব্যবস্থা করে রাখা হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন না করার মধ্যে দিয়ে

।প্রথম থেকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এটাই প্রচার করা হচ্ছে। যদিও বাস্তবে এখন দেখা যাচ্ছে পর্বত মূষিক প্রসব করেছে। বাংলায় ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানোর মতো প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাহিনীই পাচ্ছে না জাতীয় নির্বাচন কমিশন। পরিস্থিতি এখন এতটাই হাস্যকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে প্রথম দুই দফার ৬টি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের ভোটদানের দিন সব বুথে থাকছে না কেন্দ্রীয় বাহিনী। অন্তত রাজ্যের প্রথম দফার ভোটে সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনি না থাকার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বেশ ভাল রকমই।

আগামী ১৯ এপ্রিল বাংলা সহ দেশে প্রথম দফার ভোট। সেদিন দেশের ২১ রাজ্যের ১০২টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট রয়েছে। বাংলায় সেদিন ভোট রয়েছে ৩টি লোকসভা কেন্দ্রে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি। এই ৩ লোকসভা কেন্দ্রে সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হলে কমিশনের হিসাব মতো প্রায় ৩৫০ কোম্পানি বাহিনির প্রয়োজন। প্রতি বুথে আধাসেনা মোতায়েনের ক্ষেত্রে কমিশনের হিসাব, ১টি বিধানসভা এলাকায় কমপক্ষে ১৬ কোম্পানি বাহিনির প্রয়োজন। সেই মোতাবেক ১টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজন ১১২ কোম্পানি। ফলে ৩টি লোকসভা কেন্দ্রে সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনির পাহারা রাখতে প্রয়োজন ৩৩৬ কোম্পানি। এছাড়াও ভোটের দিন নজরদারির জন্য বাড়তি সেনার প্রয়োজন। ফলে প্রথম দফায় গড়ে ৩৫০ কোম্পানি ফোর্স দরকার। কিন্তু প্রথম দফায় এত সংখ্যক আধাসেনা রাজ্যে না আসার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আর তাই এ রাজ্যে প্রথম দফায় সব বুথে নাও থাকতে পারে কেন্দ্রীয় বাহিনি।

সম্পাদকীয়

২৪'র ভোটে আর বিজেপির পাশে থাকছে না কুড়মিরা

উনিশের লোকসভা নির্বাচনে বাংলার বুকে জঙ্গলমহলের ৫ আসনেই ফুটেছিল পদ্মফুল। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম, সব জায়গায় জিতেছিল বিজেপি। সেই জয়ের নেপথ্য ছিল কুড়মি সমাজের সমর্থন। কেননা তাঁদের বোঝানো হয়েছিল, বিজপি জিতলে কুড়মিদের দাবিদাওয়া মেনে নেওয়া হবে।কুড়মিদের এই পৃথক লড়াই করার সিদ্ধান্ত গত বছরের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও দেখা গিয়েছিল। তাতে দেখা যায় খোদ কুড়মি সমাজের মানুষেরাই কুড়মিদের পৃথক ভাবে দেওয়া প্রার্থীকে পুরুলিয়া জেলার ২-৩টি জায়গা বাদে আর কোথাও সমর্থন করেনি। সেই সুবাদে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জঙ্গলমহলের ৪টি জেলায় বিজেপি যেমন মুখ থুবড়ে পড়ে তেমনি জয়জয়কার হয় তৃণমূলের। মজার কথা কুড়মিদের আলাদা ভাবে লড়াই করা ও পৃথক প্রার্থী দেওয়ার ঘটনা বিজেপিকে যতটা ধাক্কা দিচ্ছে, ততটা ধাক্কা দিচ্ছে না তৃণমূলকে। বরঞ্চ অনেকেই মনে করছে, ৫ বছর আগে যে কুড়মি ভোটের দৌলতে বিজেপি জঙ্গলমহলের ৫ লোকসভা কেন্দ্রেই জয়ের মুখ দেখেছিল, এবার তাঁদের সেই জয় থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। কিন্তু তৃণমূলের ভোট উনিশে যতটা না বেড়েছিল, তার থেকেও বেশি বেড়েছিল ২১'র ভোটে। ২৪'র ভোটেও সেই ভোটপ্রাপ্তির হার বাড়তে চলেছে তৃণমূলের। তাই কুড়মিদের পৃথক ভাবে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘাসফুল শিবিরে অন্তত কোনও প্রভাব ফেলবে না। অন্তত এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।তাঁদের আদিবাসী রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। কিন্তু সেই দাবি পূরণ না হওয়ায় ২৪'র ভোটে আর বিজেপির পাশে থাকছে না কুড়মিরা। পরিবর্তে এবার কুড়মি নেতারা জঙ্গলমহলের একাধিক আসনে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা বিজেপির রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ইতিমধ্যেই বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে সুরজিত সিং কারমালির নাম ঘোষণা করেছে কুড়মি সমাজ। পুরুলিয়ার কুড়মি প্রার্থী হিসাবে আগেই আদিবাসী কুড়মি সমাজের মুখ্য উপদেষ্টা অজিতপ্রসাদ মাহাতোর নাম ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে আগেই। খুব শীঘ্রই ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের জন্যও তাঁরা প্রার্থী ঘোষণা করে দিতে চলেছে।

কুড়মিদের এই সিদ্ধান্ত যে বিজেপির হাত থেকে জেতা আসন ছিনিয়ে নেওয়ার সামিল সেটা সবাই জানেন ও বোঝেন। এই অবস্থায় বিজেপিকে আরও বড় অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছেন দলেরই কুড়মি নেতা তথা পুরুলিয়া জেলার জয়পুরের বিজেপি বিধায়ক নরহরি মাহাত। তিনি কার্যত স্বীকার করেই নিয়েছেন, কুড়মিদের পৃথক প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিজেপির বিরুদ্ধে যেতে চলেছে। তিনি জানিয়েছেন, 'এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সমর্থক কুড়মিদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁরা যাতে বিভ্রান্ত হন সেই পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে। এটা রুখতে হবে। প্রয়োজনে কুড়মি অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে বিজেপি কর্মীদের গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উন্নয়নের কথা প্রচার করতে হবে। আমি নিজে কুড়মি। কিন্তু আমি বিজেপি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। শুধু কর্মীরা ভোট দিয়ে আমাকে ভোটে জেতাননি। সর্বস্তরের মানুষ ভোট দিয়েছেন। তাই ভোটে জিতেছি। পুরুলিয়া জেলাতে এরকম জাতিগত সমীকরণের বিভাজন বিগত দিনে হয়নি। এবার যে পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে তার মূল লক্ষ্যই হল যে সমস্ত কুড়মিরা বিজেপিকে সমর্থন করেন তাঁদের বিভ্রান্ত করা।'

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অবশ্য এরকম অন্যায় কাজের উদাহরণ তো আমাদের দেশে ভুরি ভুরি ঘটেছে- শত শত একলব্য, শম্বুকদের কথা আর কেই বা মনে রাখে!সাঁওতালরা কিসকু, মুর্মু, হাঁসদা, সরেন, টুডু,মানডি, বাস্কে এই সাতটি গোষ্ঠী বা গোত্রে বিভক্ত।তবে সুন্দর বনে র আদিবাসীরা সাঁওতালরা তারা সাঁওতাল ভাষাভাষী নয়, তারা সাদরি ভাষার আদিবাসী, এই সাদরি ভাষায় গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ করছিলেন আদিবাসীর সাদরি সুষার এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন স্বপন সরদার।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

হিংসার রাজনীতিক গ্রাম গঞ্জে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

বোম আর বন্দুক দিয়ে গ্রামের রাজনীতির সূত্রপাত,রাতের অন্ধকারে বন্দুক রাজনীতি করে গ্রামের রাজনীতি নেতারা। তাই বোম বাঁধতে গিয়ে , এই রাজ্য প্রায় প্রাণ জায়।উদহারন বেশ কিছু জলে, বাসন্তী তিতিকুমার উদহারন,তবে আজকের দিনে আমরা অনেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছি কিন্তু রাজনীতির সংজ্ঞা ও নীতি ও রাজনীতির টা কি সেটা অনেকেই সঠিকভাবে জ্ঞান উপলব্ধি করিনি। সব কিছুতেই যেন রাজনীতি ঢুকে গেছে,সমাজের বড় বড় মাথা নাই নোংরা রাজনীতিতে ব্যস্ত, বাংলায় ভোট-পরবর্তী হিংসার জন্য তৃণমূলকে দায়ী করছে বিরোধী দল নেতারা। আচ্ছা গ্রামবাংলার প্রতিটি বিজেপি নেতারা ভোটের আগে বোম অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করেছিল, ক্ষমতায় যদি একবার বিজেপি আসতো তাহলে এসব অস্ত্র ওপেন ব্যবহার করতে বিজেপিরা। এখন বিজেপি বলতেই পারে আমাদের ঘরে অস্ত্রশস্ত্র আছে প্রমাণ কি ? আরে মশাই রবিবার সন্ধ্যা বেলায় বিজেপির বাড়িতে বোম বিস্ফোরণ ঘটল মজুদ বোমার জন্য। এটা কি অস্বীকার করতে পারবেন বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা। তবে প্রত্যন্ত গ্রামে ভোটের সময়ে বিজেপি কার্য কর্তারা যে ভাব ভঙ্গিমা ওপেন অস্ত্রশস্ত্র মানুষের সামনে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, তার জন্য গ্রামের মানুষ এদেরকে ভালো চোখে দেখিনি। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রমাণ অনুযায়ী ভোট পরবর্তী হিংসার জন্য একমাত্র বিজেপির কার্যকর্তা দায়ী। যেখানে একটু বিজেপির প্রভাব ছিল সেইসব এরিয়ায় ভোটের আগে ইচ্ছাকৃত ঝামেলা পাকিয়েছে ,এমনই বহু উদাহরণ আছে বাংলাতে! তবে ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা এটাই যে প্রথম ঘটেছে, এমনটা তো নয়। তাহলে এবার ফেরা যাক পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে। অতীতে কখনও এমন কোন নির্বাচন দেখা যায়নি যেখানে ভোটের শেষে হিংসা হয়নি, যখন সিপিএম এর সাথে লড়াই -এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার অসফল হয়েছেন তখন ঠিক এভাবেই নির্বাচনের পরে পশ্চিমবঙ্গে হিংসা হয়েছে। তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই রাজনৈতিক হিংসাকে জাতীয় ইস্যুতে পরিণত করতেন। গৌরী নস্কর (Gauri Naskar) নামটি ইতিহাস আজও মনে রেখেছে, ৩৭ বছর বয়সী গৃহবধূ, ২০০৮ সালের ১ মে বাসন্তীতে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকারের তৎকালীন সেচমন্ত্রী সুভাষ নস্করের পুত্রবধূ গৌরী। আরএসপি সদস্য সুভাস নস্কর ১৯৮২, ১৯৮৭, ১৯৯১, ১৯৯৯, ২০০১, ২০০০ এবং ২০১১ সালে বাসন্তী বিধানসভা আসনে জয় লাভ করেছিলেন। তবে, সিপিআইএমের (CPIM) পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর বাড়িতেও হামলা করেছিল। গৌরী নস্করের মৃত্যু কেবলমাত্র প্রমাণ করেছিল যে সিপিআইএম কীভাবে গ্রামীণ বাংলাকে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের সাথে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। এমনকি কর্মীদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। এটি বিদ্রূপজনক তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে বামফ্রন্টের অংশীদার আরএসপি পরে কেরালায় বাম জোট ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ-এ যোগ দিয়েছিলেন। এদিকে ইয়াসের ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনার জন্য কলাইকুন্ডা বিমানঘাঁটিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তিনি বৈঠক করবেন। বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলনে তা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু রাত বাড়তেই বাড়ে জটিলতা। জানা যায় বৈঠকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। আর শুভেন্দুর এই উপস্থিতি মমতার আপত্তির কারণ হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত সত্যিই পর্যালোচনা বৈঠক এড়িয়ে যান মমতা। তবে কলাইকুন্ডার বিমান ঘাঁটিতে ১৫ মিনিটের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট তুলে দেন মমতা। মমতার এই আচরণ নিয়েই এবার তীব্র কটাক্ষ হানলেন শুভেন্দু অধিকারী। এনিয়ে ট্যুইটও করেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। তবে যে কোনও ধরনের হিংসাই কঠোরভাবে নিন্দে করতে হবে। এ এক নিন্দনীয় বিষয়, যে ক'জন বিজেপি-র কর্মী মারা গেছেন আর ক'জন তৃণমূলের কর্মী মারা গেছেন অথবা কোথায় কোথায় সিপিএম কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে, কোথায় কংগ্রেস কর্মী নিখোঁজ। আমরা কেন বলিনা যে সাধারণ মানুষ এই সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে, আমরা কেন বারংবার এই প্রশ্ন তুলি যে কোন দলের কর্মী ছিল? আমরাই কি নিজেরা অসংবেদনশীল হয়ে পড়ছি না? নিজেরা গণতন্ত্রের মতাধিকার প্রয়োগ করে যে সরকার নির্বাচিত করেছি তাহলে কেন এই সন্ত্রাস, কেন এই হিংসা? কেন বারবার পশ্চিমবঙ্গের মতো এক সংস্কৃতিসম্পন্ন রাজ্যকে ভোটের শেষে স্বজনহারা আর্তনাদের সাক্ষী থাকতে হয়? কেনই বা স্বজনহারাদের বাড়িতে মিডিয়াকর্মীদের ভিড় এবং নেতাদের বাক্য বিনিময়, আরোপ ু দোষারোপের পালা পর্ব চলতে থাকে? এমনটাও তো একেবারেই কাম্য নয় যে তৃণমূলের নেতারা বিজেপির নিহত ব্যক্তিদের জন্য শোক প্রকাশ করবেন না, বা বিজেপি নেতারা তৃণমূলের নিহত ব্যক্তিদের জন্য শোক প্রকাশ করবেন না। আমরা যে কোনও ধরনেরই এই রাজনৈতিক হিংসাকে নিন্দনীয় বলব এবং বারবার রাজনৈতিক কর্মীর হত্যার বিরোধিতা করব।তবে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে।গ্রাম্য রাজনীতির হিংসাত্মক মনোভাব, কেউ ভয়ে রাজনৈতিক নেতাদের পেছনে ঘুরে বেড়ায়। কেউ স্বার্থের জন্য আর কেউ মানুষের ক্ষতি করার জন্য। সারা ভারতবর্ষে তথা বিশ্ব গ্রাম্য রাজনীতির নেতাদের রাজনীতির রং নেই, তেমনি নেতা সর্বোচচ গ্রামে বিরাজমান।এই লেখার রাজনীতির গবেষণার বাস্তব ইতিহাসের কথা আমি আমার কলম তুলে ধরছি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।

আমাদের রাজনীতি করার কারণটা কী ছিল? আমি যে রাজনীতিতে পুরোপুরিভাবে সচেতন হওয়া টা কী অন্যায়। যতটুকু পেরেছি সক্রিয়ভাবে যোগ দিইনি তার কারণ তো একটা ছিল। কারণটা হচ্ছে, রাজনীতি ছাড়া কোনো মানুষ হয় না। যেমনি ঠিক কথা, তেমনি এই কথাটি ভুল ব্যাখ্যাও রয়েছে । জন্তু-জানোয়ার থাকতে পারে যাদের কোনো রাজনীতি নেই, কিন্তু রাজনীতি ছাড়া মানুষ হয় না। কিন্তু আজও অনেক মানুষ আছে রাজনীতি বিশ্বাস করে না ,মানবতা উদ্যোগে কাজ করে। রাজনীতি করে তুমি যদি মনে কর দেশটাকে লুট করবে, দেশের জনগণের ওপর ক্ষমতার অপব্যবহার করবে, দেশটাকে শাসন করবে এবং সেই কারণে যত রকম পন্থা আছে, সবই তুমি অবলম্বন করবে; মানুষ বর্তমান সেই রাজনীতির জন্য তো আমি রাজনীতি করিনি। আর ভবিষ্যতে কোনদিন রাজনীতির সাথে যুক্ত হবো না।রাজনীতি মানুষকে খুন করতে পারে, যে রাজনীতি বাবা ছেলের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারে।যে রাজনীতি অসহায় মানুষকে আরো অসহায় করে দিতে পারে, রাজনীতি প্রকৃত সত্যবাদীদের মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারে।যে রাজনীতি যোগ্য মানুষের অভাব আছে,যে ইতিতে রাজনীতিতে অযোগ্য মানুষেরা টাকা কামানোর জন্য আসে ,সেই রাজনীতিকে আমার মত অনেক ব্যক্তিত্বরা ঘৃণা করে।তবেই দেশের রাজনীতি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে না পৌঁছার পেছনে আপনাদের মতো যারা বুদ্ধিজীবী আছেন, তাদের ব্যর্থতাও ছিল?আজ আমার এই লেখার মধ্যে ষষ আমি যা বলেছি, তাতে তো সবই স্পষ্ট। আমাকে কি নাম করে করে বলতে হবে? ব্যর্থতা যদি বল, তবে বুদ্ধিজীবীদের কথা বলবে না কেন? রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা নয় কেন? শিক্ষক সমাজের নয় কেন? শিল্পী-কবি-সহিত্যিকদের নয় কেন? আমি আমার দায়কে অস্বীকার করব কেন? এই ব্যর্থতা সবার।আজকের দিনে বই পড়ে আলোকিত মানুষ হওয়ার কথা বলা হয়। আসলেই কি বই পড়ে আলোকিত মানুষ হওয়া যায়? যে কৃষক জীবনে কোনো বই পড়েনি, অথচ সে বারো রকমের ধান উৎপাদন করছে। তার উৎপাদিত শস্যের বিনিময়ে দেশের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

প্রভাস কি তবে কৃতির প্রাক্তনের পথে?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কৃতি শ্যানন এ সময়ের বলিউডের অন্যতম নায়িকা। প্রভাসের সাথে তার প্রেমের গল্প অনেক দূর গড়ালেও সেখানেও নাকি এখন ভিন্ন সুর শোনা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে বলিউডের ব্যস্ততম নায়িকাদের মধ্যে অন্যতম কৃতি শ্যনন। একের পর এক কাজের প্রস্তাব।

সম্প্রতি তার ও শাহিদ কাপুর অভিনীত ছবি 'তেরি মে অ্যায়সা উলঝা জিয়া' বক্স অফিসে মোটের ওপর ভালোই ফল করেছে। খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবে তার 'ক্রু' ছবিটি। এরইমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে ছবির প্রচার। লন্ডনের রাস্তায় দেখা গেল অভিনেত্রীকে। তাও আবার এক ব্যক্তির হাতে হাত রেখে একান্ত সময় কাটাচ্ছেন তিনি। তবে কি পুরোনো প্রেমকে বিদায় দিয়েছেন কৃতি?

লন্ডনের রাস্তায় এক অনুরাগীর ক্যামেরাবন্দিও হন কৃতি ও সেই ব্যক্তি। জানা যাচ্ছে-মহেন্দ্র সিংহ ধোনির কাছের বন্ধুর সঙ্গে নাকি সম্পর্কে জড়িয়েছেন অভিনেত্রী। ছবি প্রকাশ্যে আসতেই অনুমান করছেন নেটপাড়ার একাংশ। শোনা যাচ্ছে ওই ব্যক্তি হলেন কবীর বাহিয়া। তিনি একজন উদ্যোগপতি। ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ধোনি ও তার স্ত্রী সাক্ষী ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বছরের শেষ দিনটাও নাকি কবীরের সঙ্গে দুবাইতে কাটিয়েছেন অভিনেত্রী। সাক্ষী-ধোনির সঙ্গেও কৃতি ও কবীরের ছবি রয়েছে। তারা একে অপরকে ইনস্টাগ্রামে অনুসরণ করেন। তবে কৃতির প্রেমের গুঞ্জন বিভিন্ন সময় ছড়িয়েছে। কখনো দক্ষিণী তারকা প্রভাস কখনো আবার প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিংহ রাজপুতের সঙ্গে জড়িয়েছে তার নাম। তবে প্রতিবারই এই জল্পনায় জল ঢেলেছেন কৃতি। গত বছরই জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন অভিনেত্রী। আপাতত নিজের কাজের বাইরে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুব চর্চায় থাকতে চাইছেন না তিনি। তবে সাংবাদিকদের কাছে এ নিয়ে কোনো কিছুই স্বীকার করতে চাইছেন না কৃতি।

হোলির রঙে রঙিন তারকারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : হোলি উৎসব বা দোলউৎসবে বলিউড-টালিউড এর তারকারা মেতেছে রঙ খেলায়। আর তাদের রঙিন ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করে ভক্তদের শুভেচ্ছা জানাতে ভুল করেননি অনেকে। ২৫ মার্চ দোলউৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়ে জনপ্রিয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। বিয়ের পর প্রথম হোলি উৎসবে মেতেছেন বলিউড দম্পতি কৃতি খারবান্দা ও পুলকিত সম্রাট।

রঙ মাখা অবস্থায় নবদম্পতির একটি ভিডিও ইন্সট্রাগ্রাম পোস্ট করে কৃতি লিখেছেন, হামারি পেহলি হোলি... হ্যাপি হোলি। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে কৃতিকে চুমু খাচ্ছেন পুলকিত। পিছিয়ে নেই বলিউডর আরেক নবদম্পতি রাকুল প্রীত সিং ও জ্যাকি ভগনানিও। ইন্সট্রাগ্রামে তারা তাদের বেশ কিছু রঙে রাঙা ছবি দিয়ে একটি রিল ভিডিও পোস্ট করে লিখেছেন, হ্যাপি হোলি ফ্রম আজ টু ইউ। ভিডিওর ক্যাপশনে অভিনেত্রী লিখেছেন, সবাইকে দোলউৎসবের শুভেচ্ছা, শুধু রাস্তার অবলা কুকুর বেড়াল গুলোকে রঙ মাখাবেন না। হ্যাপী হোলি ফ্রম ব্রিজ ভুমি- রাধে রাধে।

অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার একটু অন্যভাবে দোলউৎসব পালন করলেন। ইন্সট্রাগ্রামে সাদা পোশাকে রঙ মাখা শরীরে ঘাসের উপর শোয়া একটি ছবি পোস্ট করে মধুমিতা লিখেছেন - সকলকে শুভ দোলযাত্রার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। হ্যাপী হোলি টু এভরি ওয়ান।

এদিকে একসঙ্গে রঙ খেললেন টালিউডের তিন তারকা। সেই প্রমান পাওয়া গেলো অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা ইন্সট্রাগ্রাম পোস্ট দেখে। অঙ্কুশ অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা ও মিমি চক্রবর্তী সহ রঙ মাখা একটি ছবি পোস্ট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অঙ্কুশ লিখেছেন, আওয়ার টুডেজ হোলি মোমেন্ট.. হ্যাপি হোলি টু অল..

অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তী ফেসবুকে তারে উৎসবের রঙে মাতোয়ারার একটি রিল ভিডিও পোস্ট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এদিকে বসন্তের রঙীন উৎসবে রঙে রাঙা অভিনেত্রী সোহিনী সরকারকে তো চেনাই যাচ্ছেনা।

ফেসবুকে একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন, শুভ বসন্ত উৎসব...

তৃপ্তির প্রেমে পড়েছেন 'অ্যানিম্যাল'এর অভিনেতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের বিতর্কিত সিনেমা 'অ্যানিম্যাল' এ স্বল্প উপস্থিতিতেই নজর কেড়েছেন অভিনেত্রী তৃপ্তি দিমরি। রণবীর কাপুরের সঙ্গে এ সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমেই এখন যেন জাতীয় ক্রাশ 'ভাবি ২' অর্থাৎ তৃপ্তি। এ তালিকায় রয়েছেন 'অ্যানিম্যাল' এর অভিনেতা!

এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, তৃপ্তির সঙ্গে প্রেমের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন 'অ্যানিম্যাল' এর অভিনেতা সিদ্ধান্ত কার্নিক। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে খোলাখুলি তৃপ্তির প্রতি ভালোবাসা জাহির করেছেন অভিনেতা সিদ্ধান্ত কার্নিক। ফিল্মিজ্ঞান-কে দেওয়া এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে সিদ্ধান্ত জানান, তৃপ্তিকে কফি ডেটে নিয়ে যেতে চান তিনি, সেই কফির বিল মেটাতেও আগ্রহী অভিনেতা।

অভিনেতা স্পষ্ট করেছেন, কোনও বিতর্ক তৈরির জন্য একথা বলছেন না তিনি। বাস্তবেই তৃপ্তি দিমরিকে দারুণ পছন্দ তার। সেই ভালোলাগা থেকেই অভিনেত্রীর সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তিনি। তৃপ্তি দারুণ প্রতিভাবান অভিনেত্রী, জানান সিদ্ধান্ত। তার কথায়, বেশ কয়েকবার দেখা সাক্ষাৎ হলেও এখনও তৃপ্তির সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি তার। কিন্তু তিনি নিশ্চিত এই সম্পর্ক বিয়ের পিঁড়ি পর্যন্ত গড়াতে পারে।

ছোটপর্দার জনপ্রিয় নাম সিদ্ধান্ত কার্নিক। মাহি ওয়ে, রিশতা.কম, প্যায়ার কি ইয়ে এক কাহানি, কিসমত-সহ অজস্র মেগায় কাজ করেছেন। অভিনেত্রী মেধা গুপ্তার সঙ্গে বিবাহবন্ধনেও আবদ্ধ হয়েছিলেন সিদ্ধান্ত, তবে ২০২০ সালে ভেঙে যায় সেই বিয়ে।

ভোটে দাঁড়াবেন উর্বশী রাউতেলা?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতে নির্বাচনে পিছিয়ে নেই সিনেমার সেরা সব তারকারা। দীর্ঘদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে রাজনীতির ময়দানে নেমেছেন অনেকেই। এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত ছিলেন এমজি রামচন্দ্রন, জয়ললিতা, বৈজন্তিমালা, শিবাজি গণেশন, কমল হাসান। আসছে লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষের মতো অভিনেত্রীরাও। এবার শোনা যাচ্ছে নির্বাচনের প্রার্থী হতে যাচ্ছেন বলিউড অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলাও। আনন্দবাজারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে উর্বশীকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি কি ভোটে দাঁড়ানোর কোনো প্রস্তাব কোনো দলের থেকে পেয়েছেন? অভিনেত্রী সহাস্যে জবাব দেন, হ্যা, টিকিট পেয়েছেন। তবে কোন দল, তা তিনি প্রকাশ করেননি।

এ প্রসঙ্গে উর্বশী বলেন, 'আমি টিকিট পেয়ে গিয়েছি। এবার আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমি রাজনীতিতে নামব কি না। আমি এতদিন আমার ভক্তদের জন্য সব করেছি। এবারও তারাই বলুন, আমার কী করা উচিত। তবে রাজনীতিতে যোগ দিলে সৎ রাজনীতিক হব।' উর্বশী প্রায়-ই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তুমুল আলোচনায়-সমালোচনায় থাকেন। কখনো তিন কোটি টাকার সোনার কেক কেটে, কখনো আবার ঋষভ পান্থের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনের কারণে।

অবশেষে বিয়ে করলেন তাপসী পানু!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অবশেষে সব জল্পনা ও গুঞ্জনের অবসান ঘটিয়ে উদয়পুরে গাঁটছড়া বাঁধলেন বলিউড অভিনেত্রী তাপসী পানু। এক দশক প্রেমের পর প্রেমিক ম্যাথিয়াস বোয়ের গলাতেই মালা পরালেন তাপসী। শনিবার (২৩ মার্চ) বিয়ে সেরেছেন তাপসী-ম্যাথিয়াস। বুধবার থেকেই শুরু হয়েছিল তাদের প্রি-ওয়েডডিং অনুষ্ঠান। শুধুমাত্র দুজনের পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন জুটির বিয়েতে। সাত পাক ঘোরার পর ৪৮ ঘন্টা পেরিয়েছে, এখনও বিয়ের খবরে সিলমোহর দেননি তাপসী। সামনে আসেনি নবদম্পতির বিয়ের ছবিও! তারকাদের মধ্যে অনুরাগ কাশ্যপ, কণিকা ধিলোনসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

যদিও তাপসী পানু কখনো ম্যাথিয়াস বোয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো কথা বলেননি। তবে, তার এক সহঅভিনেতা একসঙ্গে একটি পোস্ট করে বিয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে, বো তার জন্মদিনে একটি আবেগী বার্তা লিখেছিলেন।

সেই বার্তায় স্পষ্টভাবে তাপসী পানুকে ইঙ্গিত করা হয়েছিল। ম্যাথিয়াস বো সেখানে বার্ধক্য নিয়ে টিজ করেন এবং তাদের সম্পর্ক ও যোগাযোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।

ম্যাথিয়াস বোয়ের ডেনমার্কের বাসিন্দা। ডেনমার্কের হয়ে অজস্র নজির গড়েছেন এই শাটলার। ২০১২ সালের অলিম্পিকে মেনস সিঙ্গলসে রুপো জিতেছিলেন তাপসীর স্বামী। থমাস কাপ বিজয়ী ডেনমার্ক দলের সদস্য তিনি। ২০২০ সালে, ৩৯ বছর বয়সে পেশাদার ব্যানডমিন্টনকে বিদায় জানান ম্যাথিয়াস। পরে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দলের ডবলস কোচ হিসাবে যোগ দেন।

আল-হিলালে লিওনেল মেসি-সত্যি, নাকি কেবলই গুঞ্জন?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অনেক দিন ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল - আর্জেন্টাইন ফুটবল সুপারস্টার লিওনেল মেসির পরবর্তী গন্তব্য নাকি সৌদির ক্লাব আল-হিলালে। তবে এবারে সকল জল্পনাকল্পনায় যেন একপ্রকার পানিই ঢেলে দিলেন মেসির বাবা ও এজেন্ট হোর্হে মেসি। প্রিয় তারকার ভবিষ্যৎ নিয়ে যেন আরো গভীর অনিশ্চয়তায় ডুবে গেলেন মেসি ভক্তরা।

পিএসজি ছেড়ে মেসির আল-হিলালে যোগ দেওয়া নিয়ে গুঞ্জনের সুত্রপাত ঘটে ফরাসি সংবাদমাধ্যম এএফপি'র খবর থেকে। জানানো হয়, সৌদি আরবের সাথে এই 'ভিনগ্রহের ফুটবলারের' চুক্তিটি রীতিমতো 'ডান ডীল'। সংস্থাটি আরো জানায়, সৌদির জনপ্রিয় এই ক্লাবটিতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য নাম লেখানোর মাধ্যমে বছরে ২০০ মিলিয়ন ডলার পকেটে পুরবেন মেসি!

তবে এই সব তথ্য উড়িয়ে দিয়ে হোর্হে মেসি সম্প্রতি জানিয়েছেন, তার ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। "আগামী বছরের জন্য এখনো কোনো ক্লাবের সঙ্গে কোনো কিছু চূড়ান্ত হয়নি। মৌসুম শেষ হলে আমরা ভেবে দেখব সামনে কী কী পথ আছে, তারপর সিদ্ধান্ত নেব।[১]", নিজ বিবৃতিতে জানান হোর্হে মেসি। পিএসজি'র সাথে মেসি'র চুক্তি শেষ হতে যাচ্ছে এই মৌসুমের শেষেই। আর এরই মধ্যে আল-হিলাল ছাড়াও এই ৩৫-বছর-বয়সী ফুটবল তারকার সম্ভাব্য গন্তব্যের তালিকায় ইতিমধ্যে এসেছে ইন্টার মায়ামি, ম্যানচেস্টার সিটি, এমনকি তার সাবেক ক্লাব বার্সেলোনার নামও।

পরবর্তি মৌসুমে মেসির দল কোনটা হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও আসছে সপ্তাহগুলোর ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলি নিয়ে নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য সব আপডেট পেতে ভিজিট করুন পারিম্যাচ নিউজ।

স্বাভাবিকভাবেই মেসির আল-হিলালে যাওয়ার খবরটি অনেকের জন্য বিস্ময় নিয়ে এসেছে। অর্থের প্রাচুর্য্য যতই থাকুক, ইউরোপিয়ান ফুটবলের গতানুগতিক 'পাওয়ারহাউজ ক্লাব' কোনো দিক থেকেই নয় এই সৌদি দলটি। অন্যদিকে, আল-হিলালের সাথে মেসির সম্ভাব্য সম্পৃক্ততার পক্ষে বা বিপক্ষে নিশ্চিত হওয়ার মত কোনো তথ্যও মিলছে না। কারো কারো মতে, এবারে একেবারেই নতুন কোন চ্যালেঞ্জ খুঁজছেন মেসি। ফুটবলার হিসেবে যা কিছু জেতা সম্ভব, তার প্রায় সবই জিতে নিয়েছেন মেসি, আর তাই হয়তো এবার পুরোপুরি নতুন পরিবেশে, নতুন ভক্তদের সামনে নিজেকে তুলে ধরার ইচ্ছে জেগেছে এলএমটেনের মনে! আরেকটি কারণ হতে পারে-অর্থ। মেসিকে যে বিশাল অঙ্কের প্রস্তাব আল-হিলাল দিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে, তা সঠিক হয়ে থাকলে কেবল মেসি কেন, যেকোনো খেলোয়াড়েরই প্রলুব্ধ হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু হবে না!

কারণটা যাই হোক, মেসির যোগদান ক্লাব হিসেবে আল-হিলালের জন্য সৃষ্টি করতে পারে এক নতুন অধ্যায়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের একজন লিওনেল মেসি, তার আগমন ক্লাবটির ইতিহাসকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করবে, পাশাপাশি আকৃষ্ট করবে অনেক নতুন ভক্ত। তাছাড়া আপাতত সৌদিরই আরেক ক্লাব আল নাসের-এ খেলছেন মেসির সমকালীন আরেক সেরা ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তবে কি আরবের মাটিতেই দেখা যাবে এই দুই মহারথীর পরবর্তী দ্বৈরথ?

বেলজিয়ামের বিপক্ষে কেইনকে পাচ্ছে না ইংল্যান্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চোট নিয়ে ইংল্যান্ড দলে যোগ দেওয়া হ্যারি কেইনের খেলা নিয়ে শঙ্কা ছিল আগে থেকেই। শেষ পর্যন্ত সেই শঙ্কাই সত্যি হয়। ব্রাজিলের বিপক্ষে পারেননি তিনি মাঠে নামতে। বেলজিয়ামের বিপক্ষেও টাকে পাওয়া যাবে না বলে নিশ্চিত করে দিলেন দলটির কোচ গ্যারেথ সাউথগেট।

৩০ বছর বয়সী কেইনকে তার ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেখানেই অ্যাঙ্কেলের চোট থেকে সেরে ওঠার কাজ চালিয়ে যাবেন এই স্ট্রাইকার। আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতির আগে বুন্ডেসলিগায় বায়ার্নের শেষ ম্যাচে অ্যাঙ্কেলে চোট পান কেইন। ডার্মস্টাডের বিপক্ষে ৫-২ গোলে জয়ের ম্যাচের শেষ দিকে গোলপোস্টের সঙ্গে বেকায়দায় ধাক্কা খান তিনি। এরপর তাকে তুলে নেওয়া হয়। ওই ম্যাচে একটি গোলও করেন এই ফুটবলার।

তখন থেকেই তার খেলা নিয়ে জাগে অনিশ্চয়তা। তবুও জাতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেন কেইন। ব্রাজিলের বিপক্ষে শনিবার দলের ১-০ গোলে হেরে যাওয়া প্রীতি ম্যাচে স্কোয়াডেও ছিলেন না তিনি। পুরোটা সময় গ্যালারিতে বসে খেলা উপভোগ করেন টটেনহ্যাম হটস্পারের সাবেক ফরোয়ার্ড।

ওই ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে সাউথগেট জানান, বেলজিয়ামের বিপক্ষেও কেইনকে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আগামী মঙ্গলবার ঘরের মাঠ ওয়েম্বলিতে প্রীতি ম্যাচটি খেলবে ইংলিশরা।

বায়ার্নের পরের ম্যাচ শনিবার, বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে। এরপর হাইডেনহাইমের সঙ্গে লিগ ম্যাচের পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগে আর্সেনালের মুখোমুখি হবে দলটি।

বেলজিয়াম ম্যাচে ম্যাগুইয়ার-ওয়াকারকে পাচ্ছে না ইংল্যান্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচ থেকে যখন চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন দুইজন, শঙ্কার মেঘ জমেছিল তখনই। শেষ পর্যন্ত সেই মেঘ আর কেটে গেল না। বেলজিয়ামের বিপক্ষে ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন ইংল্যান্ডের দুই ডিফেন্ডার হ্যারি ম্যাগুইয়ার ও কাইল ওয়াকার।

লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে গত শনিবার ব্রাজিলের কাছে ১-০ গোলে পরাজয়ের ম্যাচে চোট পান এই দুই ডিফেন্ডার। একই মাঠে মঙ্গলবার (২৬ মার্চ) ইংলিশরা খেলবে বেলজিয়ামের বিপক্ষে।

দুই ডিফেন্ডারের পাশাপাশি চোটের কারণে এই ম্যাচে থাকছেন না বিকল্প গোলকিপার স্যাম জনস্টোনও। তাদের বদলি হিসেবে ডিফেন্ডার রিকো লুইস ও ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-২১ দলের গোলকিপার জেমস ট্র্যাফোর্ডকে দলে ডেকেছেন কোচ গ্যারেথ সাউথগেট।

বার্নলির ট্র্যাফোর্ড জাতীয় দলে জায়গা পেলেন প্রথমবার। ম্যানচেস্টার সিটির লুইসের অভিষেক হয় গত নভেম্বরে নর্থ মেসেডোনিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে। ম্যাগুইয়ার ও ওয়াকারের আগেই চোটের কারণে ইংল্যান্ড দল থেকে ছিটকে গেছেন অধিনায়ক হ্যারি কেইন ও আরেক ফরোয়ার্ড বুয়াকো সাকা। চোটাক্রান্ত ফুটবলাররা সবাই নিজ নিজ ক্লাবে ফিরে গেছেন মেডিকেল পরীক্ষার জন্য।

স্পেনকে হারিয়ে কলম্বিয়ার ইতিহাস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্পেনের বিপক্ষে কলম্বিয়ার খুব বেশি প্রীতি ম্যাচ খেলার রেকর্ড নেই। ১৯৮১ সালে প্রথমবার তারা মুখোমুখি হয়েছিল প্রীতি ম্যাচে। প্রথম দেখায় হয়েছিল ১-১ গোলে ড্র। এরপর ২০২২ সালে দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে ১-০ গোলে হারে কলম্বিয়া। ২০১৭ সালে তৃতীয় প্রীতি ম্যাচে করে ২-২ গোলে ড্র।

ইতিহাস গড়েছে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের দেশটি। লন্ডনে তারা স্পেনকে হারিয়ে দিয়েছে ১-০ গোলে। যা ২০১০ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে পাওয়া তাদের প্রথম কোনো জয়। শুধু তাই নয়, এটা ছিল তাদের টানা পঞ্চম জয়। এ নিয়ে টানা ১৮ ম্যাচে অপরাজিত থাকলো লরেঞ্জোর শিষ্যরা।

অন্যদিকে গেল ৩৬৫ দিনের মধ্যে এই প্রথম হারের স্বাদ পেলো স্পেন। ইউরো-২০২৪ কে সামনে রেখে কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে রদ্রি, দানি কারবাহাল ও আলভারো মোরাতাসহ বেশ কিছু ভালো খেলোয়াড়দের নিয়ে দলকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করছেন।

এদিন প্রথমার্ধে উভয় দল তাদের তারকা খেলোয়াড়দের বিশ্রামে রেখে একাদশ সাজায়। বিরতির পর দুই দলই বেশ কিছু পরিবর্তন আনলেও কলম্বিয়া পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে মাঠে নামে। মাঠে নামেন রিয়ালের সাবেক তারকা হাসেম রদ্রিগেজও। সঙ্গে আক্রমণভাগে ছিলেন লুইস দিয়াজ। তারা দুজন স্পেনের রক্ষণভাগকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন।

এই ম্যাচে স্পেনের হয়ে অভিষেক হয় সেন্টার ব্যাক দানি ভিভিয়ানের। তাকে রুখতেও বেশ বেগ পেতে হয় কলম্বিয়াকে।

লেফট উইংয়ে কলম্বিয়ার দিয়াজ ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। বেশ কয়েক দারুণ সুযোগ তৈরি করেছিলেন তিনি। যেগুলো তার সতীর্থরা নষ্ট করে।

তবে ৬১ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় কলম্বিয়া। এ সময় দিয়াজ ক্রসে বল বাড়িয়ে দেন ডানদিকে। বেশ খানিকটা লফিয়ে উঠে সেটাতে অ্যাক্রোবেটিক শটে গোল করেন ড্যানিয়েল মুনোজ।

গোল পাওয়ার পর আরও উজ্জীবিত হয়ে খেলতে থাকে কলম্বিয়া। প্রভাব বিস্তার করে সুযোগ তৈরি করতে থাকে একের পর এক। কিন্তু আর জালের নাগাল পায়নি তারা। অন্যদিকে স্পেনও বাকি সময়ে এই গোলটি আর শোধ দিতে পারেনি। তাতে লা রোজাদের বিপক্ষে প্রথম জয়ের সুখস্মৃতি নিয়ে মাঠ ছাড়ে কলম্বিয়া।

অবসর ভেঙে ফিরছেন ইমাদ ওয়াসিম

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অনেকটা ক্ষোভ থেকেই জাতীয় দলের জার্সি তুলে রাখার ঘোষণা দিয়েছিলেন পাকিস্তানের অলরাউন্ডারের ইমাদ ওয়াসিম। এরপরই তাকে নিয়ে চলতে থাকে আলোচনা। এর মধ্যেই পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) দুর্দান্ত পারফর্ম্যান্স করেন ইমাদ। ফলে তাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। অবশেষে মিললো সুখবর। অবসর ভেঙে জাতীয় দলে ফিরছেন এই অলরাউন্ডার।

অবসর ভেঙে ফেরা প্রসঙ্গে ২৩ মার্চ এক্সে একটি বিবৃতি দেন ইমাদ। সেখানে তিনি লিখেন, 'পিসিবি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার পর আমি আমার অবসরের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করছি। ২০২৪ টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে আমি এই (টি-টোয়েন্টি) সংস্করণে পাকিস্তানের ক্রিকেটে আমার থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করছি। ইমাদ আরও লিখেছেন, 'আমার প্রতি পিসিবির আস্থা রাখার কারণে তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। দেশের জন্য ভালো কিছু করার জন্য আমি নিজের সেরাটা দেব। পাকিস্তান আমার কাছে সবার আগে।

পিএসএলে ইমাদ খেলেছেন ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের হয়ে। ইমাদের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে দলটি চ্যাম্পিয়ন হয়। তাদের অধিনায়ক শাদাব খান তখনই জাতীয় দলে ইমাদের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারটি তুলে ধরেছিলেন। সব মিলিয়ে পিসিবিও ইমাদের সঙ্গে তার অবসর ভেঙে ফেরা নিয়ে কথা বলার উদ্যোগ নেয়।

ইমাদ জাতীয় দলের হয়ে সর্বশেষ খেলেছেন এক বছরেরও বেশি সময় আগে। এরপর বিভিন্ন দেশের ঘরোয়া টিটোয়েন্টি লিগে তিনি দুর্দান্ত খেলছেন। এর মধ্যে দুর্দান্ত খেলেছেন ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল)। সিপিএলে ১৮.৮৮ গড় আর ৬.২০ ইকোনমি রেটে নিয়েছেন ৬১ উইকেট। আর এজন্যেই তাকে ফেরানোর উদ্যোগ নেয় পাকিস্তান। কেননা এবারের টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপটা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে।

পিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তিতে পুনর্বহাল রউফ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চোট থেকে সেরে ওঠার লড়াইয়ে থাকা হারিস রউফ কঠিন সময়ে দারুণ এক সংবাদ পেয়েছেন। তার কেন্দ্রীয় চুক্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। অবিলম্বে গতিময় এই পেসারকে চুক্তিতে যোগ করার ঘোষণা দিয়েছেন পিসিবির চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি।

পাকিস্তান ক্রিকেটের প্রধান কোনোরকম দ্বিধা ছাড়াই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, বোর্ডের আগের সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল। লাহোরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নাকভি বলেন, ভুল বোঝাবুঝির কারণে রউফের চুক্তি বাতিল করা হয়েছিল।

তিনি জানান, "হারিস রউফের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি, যেখানে সে খুব সুন্দরভাবে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেছে। ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল এবং ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তার চুক্তি পুনর্বহাল করা হয়েছে। আমি তাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম, কারণ সে এখন চোটাক্রান্ত। তার চিকিতসা ভার কে নেবে, সেটা নিয়েও উদ্বেগ ছিল। বিষয়টি এখন আমাদের বীমার আওতায়, কারণ সে আমাদের তারকা খেলোয়াড় এবং তার যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।"

গত মাসে পিএসএল শুরুর দিন দুয়েক আগে রউফের চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেয় পিসিবি। ওই সময় এত বড় সিদ্ধান্ত জানানোয় বোর্ডের সময়জ্ঞান নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেটে চর্চা কম হয়নি। অবশেষে এক মাস পেরুতেই নিজেদের সিদ্ধান্তে বদল আনল পিসিবি।

গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ায় তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলে পাকিস্তান। ওই সফরের জন্য নভেম্বরে দল ঘোষণার আগে রউফের সঙ্গে কথা বলেন পাকিস্তানের নির্বাচকরা। শুরুতে অস্ট্রেলিয়ায় যেতে রাজি হলেও পরে সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেন তিনি। তার ও চোটে পড়া নাসিম শাহর অনুপস্থিতিতে অনভিজ্ঞ পেস আক্রমণ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় খেলে হোয়াইটওয়াশড হয় পাকিস্তান।

অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে রউফের শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ভালোভাবে নেয়নি পিসিবি। ঘটনা খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত শুরু করে তারা। রউফকে কারণ দর্শানোর সুযোগও দেওয়া হয়। কিন্তু তার জবাবে সন্তুষ্ট হয়নি ম্যানেজমেন্ট। পরে শুনানির মাধ্যমে তার কেন্দ্রীয় চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় পিসিবির কমিটি।

চুক্তি বাতিলের পর পিএসএলে মনোযোগ দেন রউফ। কিন্তু পাকিস্তানের ঘরোয়া এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে চার ম্যাচ খেলেই ছিটকে পড়েন লাহোর কালান্দার্সের এই পেসার। করাচি কিংসের বিপক্ষে ফিল্ডিংয়ের সময় বেকাদায় পড়ে ডান কাঁধে চোট পান তিনি। সেই চোট থেকে সেরে ওঠার পথে আছেন ৩০ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR